**ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুল-এর জাতীয় পতাকা প্রদান - প্যারেড অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট, বুধবার, ২৭ আশ্বিন ১৪১৮, ১২ অক্টোবর ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানগণ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুলের কমান্ড্যান্ট ও অন্যান্য সদস্যগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুলকে জাতীয় পতাকা প্রদান এবং ইএমই কোরের চতুর্থ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি প্রথমেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই আন্তরিক সমবেদনা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শুভেচ্ছা।

আজকের এই দিনে আমি ইএমই কোরের সকল অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকুরিরত অফিসার, জেসিও, সৈনিকবৃন্দ এবং বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে জানাচ্ছি আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ইএমই কোরের ১ হাজার ৪০০ বাঙ্গালি সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ১৬২ জন বীর সৈনিক শাহাদাত বরণ করেন। বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ইএমই কোরের ৭ জন সৈনিক বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হন।

আমি ইএমই কোরের সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহতালার কাছে তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ইএমই কোরের যেসব সদস্য মৃতুবরণ করেছেন আমি তাঁদের সবার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অন্যতম অঙ্গ সংগঠন কোর অব ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স। এই কোরের আছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ অতীত ও গৌরবময় ঐতিহ্য।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। তাই বিশ্বের সেনাবাহিনীতে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামাদি। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে আমরা ইতোমধ্যেই বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী প্রয়োজনীয় সামরিক অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র তিন মাসের মধ্যে জাতির পিতা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দেশে ফেরত পাঠাতে সমর্থ হন। তিনি মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। একটি সদ্য স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার এটি ছিল একটি মাইলফলক। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর মৌলিক ইউনিটগুলো প্রতিষ্ঠা করেন।

আমরা জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষের কল্যাণে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলসভাবে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি।

১৯৯৬-২০০১ সময়ে আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করি। নন-কমিশন্ড অফিসার্স একাডেমি ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন এন্ড ট্রেনিং স্থাপন করি।

সেনাবাহিনীর দুটি নতুন ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করি। একটি রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ন, একটি সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন, একটি অর্ডন্যান্স কোম্পানি ও একটি ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সসহ ৩৬টি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করি। এতে প্রায় ১১ হাজার জনবল বৃদ্ধি পায়। আমরা আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করি।

মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ এবং আর্মড ফোর্সেস নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। বিমান বাহিনীর জন্য আটটি মিগ-২৯ ক্রয় করা হয়। প্রশিক্ষণ বিমান ও হেলিকপ্টার সংগ্রহ করি। নতুন চারটি এফটি-৭বি জঙ্গী বিমান সংযোজন করা হয়।

নৌ বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক ফ্রিগেট ‘বিএনএস বঙ্গবন্ধু' সংগ্রহ করি। বিএনএস বরকত, ইমাম গাজ্জালী, মধুমতি, তিতাস ও কুশিয়ারাকে নৌ বাহিনীতে যুক্ত করি। নৌ বাহিনীর জন্য স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার এন্ড ট্যাকটিক্স স্থাপন করি।

আমরা লোকসানি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিকে সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করি। এখন এটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আমরা দেশে প্রথমবারের মত তিন বাহিনীতে নারী কমিশন্ড অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করি।

সুধিবৃন্দ,

এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমরা প্রতিটি বাহিনীকে আরও আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছি। আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর অপারেশনাল ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছি। একটি এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর পিস সাপোর্ট অপারেশন্স এন্ড ট্রেনিং এর লোকবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেরও উন্নয়ন করেছি। যাতে দেশেই আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

আমদানির পরিবর্তে এখন আমাদের সমরাস্ত্র কারখানাতেই স্বয়ংক্রিয় রাইফেল প্রস্তুত হচ্ছে। আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম দিয়ে পদাতিক বাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্যাটালিয়নগুলোকে পুনর্গঠিত করা হচ্ছে। যাতে তারা বড় বড় কাজ মানসম্পন্নভাবে করতে পারে।

নৌ বাহিনীতে দুইটি অফসোর পেট্রোল ভেসেল ও দুইটি হাইড্রোগ্রাফিক সারভে ভেসেল যুক্ত করা হয়েছে। কক্সবাজারে একটি নতুন বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। নতুন জঙ্গি বিমান, হেলিকপ্টার ও এয়ার ডিফেন্স রাডার ক্রয় করা হচ্ছে।

আমাদের গর্বিত সেনাবাহিনী আজ বিদেশেও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পুনর্গঠনে দক্ষতার সঙ্গে কাজ  করে সুনাম অর্জন করছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশে এখন সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। আমাদের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছেন।

সৈনিকদের খাবার মান বাড়িয়েছি। তাঁদের আবাসন সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। সিএমএইচ-এর সেবার পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে অবকাঠামো ও লোকবল আমরা বাড়িয়েছি।

আমরা চাই, একটি সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে বিশ্বে আপনারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। বাংলাদেশের পতাকাকে সমুন্নত রাখবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবেন।

আমাদের সেনাবাহিনীতেও নতুন নতুন সরঞ্জামাদি প্রবর্তন করা হচ্ছে। এরফলে বৃদ্ধি পেয়েছে কোর অব ইএমইর পেশাগত চ্যালেঞ্জ। কারণ এসব সরঞ্জামাদি ও যুদ্ধাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও যুদ্ধোপযোগী রাখার দায়িত্ব ইএমই কোরের।

এজন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল, উন্নত প্রশিক্ষণ, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কঠোর অধ্যবসায়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এটাই আমার প্রত্যাশা।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে আমরা এই সেবা গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছি।

বিশ্ব জুড়ে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ছে। আমরা শুল্ক ও কর কমিয়ে, ভর্তুকি দিয়ে পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রেখেছি।

আমরা ভিজিডি, ভিজিএফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, রেশন, খোলা বাজারে খাদ্যপণ্য বিক্রি, ফেয়ার প্রাইস কার্ড, দুঃস্থ ভাতা, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি দিচ্ছি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক ভর্তুকি দিচ্ছি। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এ বছর ২২ হাজার ৫৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

ইএমই কোরের প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ‘ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুল' সুদক্ষ কারিগর সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ এই প্রতিষ্ঠানটি ‘জাতীয় পতাকা' এর মত রাষ্ট্রীয় সম্মাননা অর্জন করছে।

এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে কোরের প্রতিটি সদস্যের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও কারিগরি দক্ষতা। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি স্বরূপ ‘জাতীয় পতাকা' অর্জনের এই বিরল সম্মান কোরের সকলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করবে।

সর্বোপরি এই সম্মান সকল সদস্যের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সেতু বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমাদের সেনাবাহিনীর মূল দায়িত্ব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। পাশাপাশি দেশের যেকোন দুর্যোগে যেমন প্রলয়ঙ্করী বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবিলায় সেনাবাহিনী তথা এ কোরের অবদান প্রশংসনীয় ।

দেশের বাইরেও আপনাদের কোরের অনেক সদস্য কর্মরত থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। বিভিন্ন জাতিসংঘ মিশনে আমরা সেনাসদস্যদের পাঠাচ্ছি। তাঁদের ব্যবহৃত প্রতিটি সরঞ্জামের বিপরীতেই বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ থেকে অর্জন করছে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

আমি বিশ্বাস করি এই পুনর্মিলী অনুষ্ঠান ইএমই কোরের নবীন ও প্রবীণ সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

আমরা চাই, একটি সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে বিশ্বে আপনারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। বাংলাদেশের পতাকাকে সমুন্নত রাখবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবেন।

আগামীদিনের বাংলাদেশ হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কাঙ্কিত স্বপ্নের সোনার বাংলা, যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য থাকবে সম্ভাবনার অপার দিগন্ত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতাআলার কাছে ইএমই কোরের উন্নতি ও সাফল্য কামনা করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

....